কর্ণাটক সঙ্গীতে প্রচলিত ৭২টি মেল

বেঙ্কটমখী অঙ্কশাস্ত্রের সহায়তায় প্রাচীন কর্ণাটক স্বরের শ্রুতি-পরিধির নিয়ম অনুসরণ করে ৭২টি মেল-এর প্রচলন করেন, যা কর্ণাটিকী সঙ্গীতের প্রাচীন পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে কয়েকটি নবীন মেল-নাম প্রবর্তন ও নতুন রাগ সৃজনে সহায়তা করে। বেঙ্কটমখী-পরবর্তী সময়ে এই ৭২টি মেলের যে নাম ছিল, পরবর্তীকালে 'কটপয়াদি' 'সূত্র ব্যবহারের ফলে ঐ নামগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। এখানে পরিবর্তিত নামগুলি সহ মেল-বিভাজন বর্ণিত হল।

উপরোক্ত ৭২টি মেলকে প্রথমতঃ সমান দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ বা প্রথমার্ধের ১-৩৬তম মেলগুলি হল শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ বা শেষার্ধের ৩৭-৭২তম মেলগুলি হল প্রতি বা বরালী মধ্যমযুক্ত। এই দুটি বিভাগের প্রত্যেকটিকে আবার ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে — এদের 'চক্রম্' বলে। সুতরাং প্রতি চক্রম্-এ ছ'টি করে মেল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তাদের আলাদা নামকরণও করা হয়েছে। প্রথমার্ধের ছ'টি চক্রম্ হল যথাক্রমে— ইন্দু, নেত্র, অগ্নি, বেদ, বাণ ও ঋতু এবং শেষার্ধের ছ'টি চক্রম্ হল যথাক্রমে — ঋষি, বসু, ব্রহ্ম, দিশি, রুদ্র ও আদিত্য।

বেঙ্কটমখী নিম্নলিখিতভাবে ৭২টি মেল প্রচলন করেন —

প্রত্যেক মেলে সা এবং প আবশ্যিক। এখন সা প ও ম কে বর্জিত করে আমরা রে গ ও ধ নি স্বর সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্ব্বোচ্চ নিম্নলিখিত ভাগগুলি পেতে পারি।

	১ম ভাগ		২য় ভাগ	
১।	রে গা	(রে রে)	ধা না	(ধ ধ)
২।	রে গি	(রে গ)	ধা নি	(ধ নি)
৩।	রে গু	(রে গ)	ধা নু	(ধ নি)
৪।	রি গি	(রে গ)	ধি নি	(ধ নি)
৫।	রি গু	(রে গ)	ধি নু	(ধ নি)
৬।	রু গু	(গ গ)	ধু নু	(নি নি)

এখন প্রথম ভাগের প্রত্যেকটির সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের প্রত্যেকটি মেলালে আমরা ৬×৬ বা ৩৬টি সতন্ত্র স্বরসমন্বয় পাই। অতএব এইভাবে শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত ৩৬টি এবং বরালী মধ্যম যুক্ত ৩৬টি মেল পাওয়া যায়। সুতরাং মোট মেলসংখ্যা দাঁড়ায় — ৩৬+৩৬ বা ৭২।

নিম্নে ১২টি চক্রম্সহ ৭২টি মেলের নাম উল্লেখিত হল —

প্রথম — ইন্দু চক্রম্

১) কনকাঙ্গী
২) রত্নাঙ্গী
৩) গানমূর্তি
৪) বনস্পতি
৫) মানবতী
৬) তানরূপী

দ্বিতীয়— নেত্র চক্রম্

৭) সেনাবতী
৮) হনুমত্-টোড়ী (জানা টোড়ী)
৯) ধেনুকা
১০) নাটকপ্রিয়
১১) কোকিলপ্রিয়া
১২) রূপবতী

তৃতীয়— অগ্নি চক্রম্

১৩) গায়কপ্রিয়
১৪) বকুলাভরণ
১৫) মায়া-মালব গৌল
১৬) চক্রবাহম্
১৭) সূর্যকান্ত
১৮) হাটকাম্বরী

চতুর্থ — বেদ চক্রম্

১৯) ঝঙ্কারধ্বনী
২০) নঠ ভৈরবী
২১) কিরবাণী
২২) খরহরপ্রিয়া
২৩) গৌরীমনোহারি
২৪) বরুণপ্রিয়া

পঞ্চম — বান চক্রম্

২৫) মাররঞ্জনী
২৬) চারুকেশী
২৭) স্বরসাঙ্গী
২৮) হরিকাম্বোজী
২৯) ধীরশঙ্করভরণ
৩০) নাগনন্দিনী

ষষ্ঠ — ঋতু চক্রম্

৩১) যাগপ্রিয়া
৩২) রাগবর্ধনী
৩৩) গাঙ্গেয়-ভূষণী
৩৪) বাগধীশ্বরী
৩৫) শূলিনী
৩৬) চলনাট

সপ্তম— ঋষি চক্রম্

৩৭) সালগ
৩৮) জলার্ণব
৩৯) ঝলবরালী
৪০) নবনীতম্
৪১) পাবনী
৪২) রঘুপ্রিয়া

অষ্টম— বসু চক্রম্

৪৩) গবাম্বোধি
৪৪) ভাবপ্রিয়া
৪৫) শুভপন্তুবরালী
৪৬) ষড়বিধ-মার্গিনী
৪৭) সুবর্ণাঙ্গী
৪৮) দিব্যমণি

নবম — ব্রহ্মা চক্রম্

৪৯) ধবলাম্বরী
৫০) নমোনারায়ণী
৫১) কামবর্ধনী
৫২) রামপ্রিয়া
৫৩) গমণাশ্রম
৫৪) বিশ্বম্ভর

দশম — দিশি চক্রম্

৫৫) শ্যামলাঙ্গী
৫৬) ষন্মুখপ্রিয়া
৫৭) সিমহেন্দ্র মধ্যম
৫৮) হেমবতী
৫৯) ধর্মবতী
৬০) নীতিমতি

একাদশ — রুদ্র চক্রম্

৬১) কান্তামণি
৬২) ঋষভপ্রিয়
৬৩) লতাঙ্গী
৬৪) বাচস্পতি
৬৫) মেচ-কল্যাণী
৬৬) চিত্রাম্বরী

দ্বাদশ— আদিত্য চক্রম্

৬৭) সুচরিত্র
৬৮) জ্যোতিঃস্বরূপিনী
৬৯) ধাতুবর্ধনী
৭০) নাসিকাভূষণী
৭১) কোসলম্
৭২) রসিকপ্রিয়

॥ কটপয়াদি চক্র ॥

সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক-আদি নব	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-আদি নব	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
প-আদি পঞ্চ	প	ফ	ব	ভ	ম	×	×	×	×	×
য-আদি অষ্ট	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	×	×

যুক্ত অক্ষরের মান:

ক্র = ক্‌র্ = ক = ১

র্য = র্‌য্ = য = ১

ংক বা ঙ্ক = ঙ্‌ক = ক = ১

ক্ষ = র = ২

ঙ্গ বা ঙ্গ = ঙ্‌গ = গ = ৩

ব্য = ব্‌য্ = ব = ৪

শ্ব = শ্‌ব = শ = ৫

ন্ত = ন্‌ত = ত = ৬

ক্ষ = ষ = ৬

ন্ম = ন্‌ম = ম = ৫

হ্ম = হ্‌ম = ম = ৫

র্ম = র্‌ম = ম = ৫

ত্র = ত্‌র্ = ত = ৬

জ্য = জ্‌য্ = জ = ৮ ----ইত্যাদি

দ্বাদশ - চক্র অনুসারে ৭২ টি মেল কর্তা মনে রাখার উপায় :—

ইন্দু চক্র :— কন - রত্না - গান - বন - মান - তান
নেত্র চক্র :— সেনা - হনু - ধেনু - নাট - কোকি - রূপ
অগ্নি চক্র :— গায় - বকু - মায়া - চক্র - সূর্য - হাট
বেদ চক্র :— ঝঙ্কা - নট - কীর - খর - গৌরী - বরু
বাণ চক্র :— মার - চারু - সর - হরি - ধীর - নাগা
ঋতু চক্র :— যাগ - রাগ - গাঙ্গে - বাগ - শূলি - চল } ম

ঋষি চক্র :— সাল - জলা - ঝাল - নব - পাব - রঘু
বসু চক্র :— গাবা - ভব - শুভ - ষড়্বি - সুব - দিব্য
ব্রহ্ম চক্র :— ধব - নাম - কাম - রাম - গম - বিশ্ব
দিশি চক্র :— শ্যাম - ষণ্মু - সিংহে - হেম - ধর্ম - নীতি
রুদ্র চক্র :— কান্তা - ঋষ - লতা - বাচ - মেচ - চিত্রা
আদিত্য চক্র :— সুচ - জ্যোতিঃ - ধাতু - নাসি - কোস - রসি } মি

।। ভেঙ্কটমুখীর ৭২ মেলকর্তা - রাগ চক্র ।।

দক্ষিণ-ভারতীয় ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর

	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	বিকৃত	বিকৃত	শুদ্ধ	বিকৃত	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	বিকৃত	বিকৃত
	অচল	চল	চল	চল	চল	চল	চল	অচল	চল	চল	চল	চল
	সা	র	রি	রু	গু	ম	মি	পা	ধ	ধি	ধু	নু
র:	সা	র	গ	গি	গু	ম	মি	পা	ধ	ন	নি	নু
হি:	সা	ঋ	রে	জ্ঞ	গা	ম	হ্ম	পা	দ	ধে	ণ	না
		বিকৃত	শুদ্ধ	বিকৃত	শুদ্ধ	শুদ্ধ	বিকৃত	শুদ্ধ	বিকৃত	শুদ্ধ	বিকৃত	শুদ্ধ

পূর্বাঙ্গ (প্রথম চারটি স্বর) — পূর্বার্ধ (শুদ্ধ ম) — উত্তরার্ধ (বিকৃত মি) — উত্তরাঙ্গ (শেষ চারটি স্বর)

<u>পূর্বাঙ্গের ৬টি ভেদ</u>

১. ঋ, রে (র-গ) R_1G_1
২. ঋ, জ্ঞ (র-গি) R_1G_2
৩. ঋ, গা (র-গু) R_1G_3
৪. রে, জ্ঞ (রি-গি) R_2G_2
৫. রে, গা (রি-গু) R_2G_3
৬. জ্ঞ, গা (রু-গু) R_3G_3

<u>উত্তরাঙ্গের ৬টি ভেদ</u>

১. দ, ধে (ধ-ন) D_1N_1
২. দ, ণ (ধ-নি) D_1N_2
৩. দ, না (ধ-নু) D_1N_3
৪. ধে, ণ (ধি-নি) D_2N
৫. ধে, না (ধি-নু) D_2N
৬. ণ, না (ধু-নু) D_3N

৭২ টি মেলের প্রত্যেকটিতে সা ও পা থাকবেই, যেহেতু তারা অচল-স্বর। প্রত্যেকটিতে ৭ টি স্বর থাকবে। ৭২ টি মেলের মধ্যে ১ থেকে ৩৬টি মেলে থাকবে শুদ্ধ মা (ম) এবং ৩৬ থেকে ৭২ সংখ্যক থাকবে প্রতি মধ্যম (মি) বা কড়ি মা (হ্মা)।